কবিতায় নারীবিদ্বেষ : কিছু ভাবনা

উম্মে ফারহানা

> "পুরুষতন্ত্রের প্রতিভারা নারীদের বিরুদ্ধে ও বশে রাখার জন্যে লিখেছেন হাজারহাজার পৃষ্ঠা, খণ্ডখণ্ড রচনাবলি, পেয়েছেন অমরতা; তাঁরা নারী সম্পর্কে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, যদিও ওগুলোকে পরম সত্য ব'লে পুজো করা হয়েছে শতকের পর শতক। এখনো করা হয়।" —*হুমায়ুন আজাদ*[৮]

ভূমিকা

কবিতা কী? বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। Mathew Arnold বলেছেন Criticism of life[৯], William Wordsworth বলেছেন Spontaneous overflow of powerful feelings[১০]। এই দুই সংজ্ঞার যে কোনোটিকে বা উভয়টিকে ধরে নিয়ে কবিতাকে বিচার করতে গেলে পুরুষকবিদের নারীবিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান করার কাজটি সহজ হয়ে যায়।

বলে রাখা ভালো, এই লেখা সাহিত্য সমালোচনা নয়, কোনো বিশেষ কবিতার শিল্পমান যাচাই করার প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। বরং একজন পুরুষকবির কবিতায় নারীবিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ দেখে বিচলিত হয়ে কিছু কথা না বললেই নয় ভেবে এই আলোচনা। আলোচ্য গ্রন্থটির শিরোনাম "প্রতিপ্রেম, প্রতি-আখ্যান", কবির নাম কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যে প্রশ্নটি পাঠকের মনে উদয় হতে পারে তা হলো, "কবিতায় নারীবিদ্বেষ কি নতুন কোনো ব্যাপার? বিশেষ একজন কবির কবিতা পছন্দ না হলে না পড়লেই হয়, মিটে গেল।"

এই প্রশ্নের উত্তর এবং আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দুই অংশে দিচ্ছি।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনো একজন কবি নন। কবি ছাড়াও তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পড়ান ইংরেজি সাহিত্য। তাঁর যে কোনো কাজ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য— সাধারণ পাঠকের কাছে এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছে তো বটেই। নারীঘৃণা ছড়াবার কাজটি যখন তাঁর মতন উচ্চ অবস্থানের কেউ করেন, সেটিকে উপেক্ষা করবার বা যথেষ্ট গুরুত্ব না দেবার কারণ নেই বলে মনে করি।

দ্বিতীয়ত, শশী-কুসুমদের উৎসর্গ করে তিনি মূলত বোঝাতে চেয়েছেন নারী-পুরুষের সম্পর্কের মনোদৈহিক বিশ্লেষণ সংকলিত কবিতাগুলোর মূল উপজীব্য। এটি আপাতনিরীহ ব্যাপার হলেও এর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অনুমান করি। তিনি শশী ও কুসুমকে পরস্পর সামাজিক সম্পর্কবিহীন

[৮] নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা ৯০
[৯] http://www.agdc.ac.in/pdf/resource/matthew_arnold.pdf
[১০] https://www.bartleby.com/39/36.html

দু'জন নর-নারী ধরে নিয়ে শশী ডাক্তারের বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত সংলাপ "শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?"[১১]কে কেন্দ্র করে নারীচরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রতিপ্রেম, প্রতি-আখ্যান গ্রন্থের কবিতাগুলো কী বলে?

শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন কবিতার কোন কোন অংশকে আপত্তিকর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সংকলনের শিরোনামই বলে দিচ্ছে কবিতাগুলো প্রেমের নয়। সরাসরি ঘৃণা বা বিদ্বেষ জাতীয় শব্দ ব্যবহার না করে 'প্রতিপ্রেম' শব্দবন্ধ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সম্ভবত ধর্মান্ধ মোল্লা পুরোহিতদের ওয়াজ ফতোয়া শাস্ত্র থেকে বক্তব্যের ভিন্নতা প্রদান করা।

সংকলনের প্রথম কবিতার নাম 'রূপকথা'[১২]। যদিও রূপকথা নামক সাহিত্য নিয়ে নয় এটি। কবিতার মূলভাব সংক্ষেপে বলতে গেলে— নারীরা রূপকেই সারাজীবন নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র বানিয়ে রেখেছে। পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য এই একটি শক্তিই তাঁদের আছে, যা কিনা তাঁদের সমগ্র জীবনের সঞ্চয়।

'শিশুহত্যায় ক্রন্দন নয়'[১৩] শীর্ষক কবিতায় বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত নারীচরিত্রকে বেছে নিয়েছেন কবি। মিডিয়া, ক্লাইটেমনেস্ট্রা, নোরা, হেডা গ্যাবলার— সকলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান তিনি। ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন তাঁদের সন্তান হত্যা, পরিত্যাগ এবং গর্ভস্থ সন্তানসহ আত্মহত্যাকে।

'সংসারেই গণিকারা'[১৪] কবিতার মূলভাব হলো সামাজিক নারীরা বেশ্যাদের চেয়ে বেশি বেশ্যা। তাঁদের কাছ থেকে বিনামূল্যে কিছুই পান না পুরুষেরা। তাই জ্ঞানীরা বরং সামাজিক নারীদের চেয়ে বারবণিতাদের কাছে যান, সনদপ্রাপ্তা ব্যবসায়ী নারীরা শুধু তাঁদের যৌনতা বিক্রি করেন, আর সামাজিক নারীরা বিক্রি করেন সমস্ত আবেগ অনুভূতিই।

'দেহাবদ্ধতা'[১৫] কবিতায় তিনি স্পষ্টই বলতে চান নারী শুধু দেহসর্বস্ব প্রাণী, তাঁর কাছে মন বলে কোনো কিছু নেই।

"আজ তোমাদের মন মানিকের কুসুমের, নেই।
দেহ-দেহ সারাক্ষণ"

এখানে কিছু কবিতার উল্লেখ করা হলো, বাদবাকি সবকটি কবিতাই এহেন নিকৃষ্ট নারীবিদ্বেষ এবং প্রাচীনপন্থী মতামতে ঠাসা।

কেন এই হিংসা-দ্বেষ?

আমেরিকান লেখক আন্দ্রেয়া ডোয়ার্কিন তাঁর Woman Hating গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, রূপকথাগুলোতে কী করে প্রায় সকল মায়ের চরিত্রকে 'খল' হিসেবে আঁকা হয়েছে।

---

[১১] শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সালমা বুক, ২০১২, পৃষ্ঠা ২১৪
[১২] প্রতিপ্রেম প্রতি-আখ্যান, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্যা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৯
[১৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪
[১৪] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৩
[১৫] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩১

`For a woman to be good, she must be dead, or as close to it as possible'[১৬]

রূপকথার নায়িকা বা রাজকন্যাদের 'ভালো' মায়েরা অধিকাংশ সময়ে মৃত। জীবিত মায়েরা সৎ মা এবং ডাইনি বুড়ির চেয়ে নিষ্ঠুর। জীবিত পিতারা তাঁদের আদরের কন্যাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার অবিচার দেখেও কেন নিশ্চুপ সেই প্রশ্ন কখনো করে না রূপকথা। পিতারা এবং উদ্ধারকারী রাজপুত্রেরা সবসময় ভালো। নায়িকারাও ভালো, তবে তাঁদের কোনো নিজস্ব ইচ্ছা বা মতামত নেই, তাঁরা অনেক সময় জীবন্মৃত। মৃতবৎ হওয়া ছাড়া নারীর ভালো হবার কোনো উপায় নেই বলেই। এই একচক্ষু হরিণের আচরণ আলোচ্য কবিতাগুলোতেও দেখা গেল। সাহিত্য থেকে যে চরিত্রগুলোকে বেছে নিয়েছেন এই কবি, তাঁরা সকলেই নিজস্ব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের, স্বাধীন মতামতের অধিকারী ছিলেন— সেই জন্যেই তাঁদের স্রষ্টারা তাঁদের নায়িকা হিসেবে গড়লেও এই কবির কাছে তাঁরা খলনায়িকা।

শুরুতেই বলেছিলাম, কবিতা কী সেই সংজ্ঞা থেকে শুরু করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। কবিতা যদি হয় জীবনের সমালোচনা তবে পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীবিদ্বেষী ব্যক্তি কবিতা লিখলে তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মতন কট্টর বিদ্বেষমূলক হবেই। আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সংজ্ঞামতে, কবিতা যদি হয় তীব্র অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ তাহলেও একই কথা প্রযোজ্য। এই কবির অনুভূতি তীব্রভাবে বর্ষিত হচ্ছে নারীর প্রতি, তবে অনুভূতিগুলো ইতিবাচক নয়, বরং হিংসা এবং ঘৃণায় মিশ্রিত অসুস্থ অনুভূতি।

এই বিদ্বেষের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। এই সময়ের নারীরা যেহেতু অগ্রসর এবং বহির্মুখী, যেহেতু তাঁরা এখন আর আগের মতন অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকার মতন মানসিকতায় নিজেদের আবদ্ধ রাখছেন না, সর্বত্র চলছে নারীর ক্ষমতায়নের চর্চা; তাই এই কবি নারীর ক্ষমতাকে তাঁদের যৌনতা, তাঁদের দেহ এবং তাঁদের রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখিয়ে এক ধরনের ধর্ষকাম চরিতার্থ করতে চাইছেন। নারীদের সার্বিক সাফল্য, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং সমাজের সকল স্তরে তাঁদের সাহসী পদচারণা দেখে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষেরা। সেই নিরাপত্তাহীনতার বোধ কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা হিসেবে এ সকল কবিতা লিখে হয়ত এই কবি নিচ্ছেন এক ধরনের অক্ষম সান্ত্বনা।

বইয়ের পেছনের ফ্ল্যাপে কবি পরিচিতির জায়গায় লেখা একটি অংশ এমন— "তাঁর এই প্রশ্নপরতা প্রচলিত প্রেম তথা যৌনাচরণ নিয়েও। 'নারীর ক্ষমতা'র একটি নূতন ধারণা নিয়ে উপস্থিত তিনি বেশ কিছুকাল। বর্তমান কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিপ্রেম, প্রতি-আখ্যান'-এও এটাই তাঁর মূল অবস্থান। ধারণা কল্পনা এখানে রীতিমতো বিস্ফোরক। কবি নন, প্রকাশক ও পাঠক তাতে বিস্মিত।"

কবির এই অবস্থান বিস্ময়কর বটে, তবে এজন্য নয় যে এই ধারণা নতুন, বরং এজন্য যে এগুলো মান্ধাতার আমলের ধারণা। বিস্ময় এজন্য জাগে যে, ২০১৭ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে এ সকল প্রাচীন ধারণা ও বিগত দিনের মূল্যবোধকে কবিতার আদলে সাজিয়ে হাজির করেছেন তিনি।

[১৬] Woman Hating, Andrea Dworkin, A Plum Book, p 42

নারীকে দেহসর্বস্ব এবং নীচস্বভাবের মানবেতর প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করার এই প্রবণতা মহাভারতে দেখা গেছে। অনুশাসনপর্বের ৯ম অংশে (স্ত্রীজাতির কুৎসা—বিপুলের গুরুপত্নীরক্ষা) পঞ্চচূড়া নামের বেশ্যার মুখে সমগ্র নারীজাতির চরিত্রকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"নারীদের এই দোষ যে তাঁরা সদবংশীয়া রূপবতী ও সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাঁদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তাঁরা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতির জন্যও তাঁরা প্রতীক্ষা করতে পারে না, যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য ব'লে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাঁদের অগম্য কেউ নেই, পুরুষের বয়স বা রূপ তাঁরা বিচার করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরও সেইরূপ হ'তে ইচ্ছা করে।"[১৭]

মহাভারত একটি প্রাচীন মহাকাব্য, মূলত মুখে মুখে প্রচলিত এই কাব্যে বিভিন্ন যুগে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ের মূল্যবোধ। প্রাইমারি এপিক হিসেবে এতে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হবার কথা, হয়েছেও তাই। এই সময়ে এসে সেই সকল প্রাচীন ধারণার পুনরাবৃত্তি কী করে বিস্ফোরক ধারণার প্রকাশ হতে পারে তা পাঠক হিসেবে আমার বোধগম্য হয় না।

শেষকথা

শশী ও কুসুমের সম্পর্ক নিয়ে বাংলা সাহিত্যপ্রেমীরা মুগ্ধ ও বিমোহিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি পুতুলনাচের ইতিকথা মানুষের জীবন এবং মনস্তত্ত্ব দুটিকেই বিশ্লেষণ করেছে অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে। সেখানে ছিল নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রায় বিচরণ। সেই বিচরণ যৌনতা, প্রেম, অপত্য স্নেহ, পারিবারিক বিভিন্ন সম্বন্ধ, সামাজিক সম্পর্কবিহীন বা স্বীকৃতিবিহীন সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রাকেই আমলে এনেছিল। কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আটকে আছেন শশীর মনে উদিত হওয়া আকস্মিক প্রশ্নে, কুসুমের শরীর আছে মন নেই— এমন উদ্ভট চিন্তায়। বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি নবনীতা দেবসেন সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বহু আগে 'শশীকে কুসুম' কবিতায়, যার প্রথম দুটি চরণ এমন—

> "মনটা আবার কী জিনিস গো, ছোটোবাবু?
> আমরা ছোটোলোক আমাদের শরীলটুকুনই ভরসা"[১৮]

সচেতন পাঠক অবশ্যই কুসুমকে শরীরসর্বস্ব কামার্ত নারী হিসেবে ধরে নেন নি, কিন্তু প্রতিপ্রেম প্রতি-আখ্যানের কবি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় নারীদের যৌনতা ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাচ্ছেন না। এই দেখা এবং নারীদের এভাবে উপস্থাপনের প্রবণতাটি ভয়ানক, বিশেষত এই সময়ে। তাই এই তথাকথিত কাব্যগ্রন্থটিকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করি।

উম্মে ফারহানা শিক্ষক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। ummefarhanamou@gmail.com

[১৭] মহাভারত, রাজশেখর বসু অনূদিত, নবযুগ প্রকাশনী, ১৩৫৬ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা ৫৩৪
[১৮] শ্রেষ্ঠ কবিতা, নবনীতা দেবসেন, দেজ পাবলিশার্স, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা ১৫৪